আজকের কাগজ 33
তারিখ .. 2-3 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

হারিয়ে যাচ্ছে গণিত সম্রাট যাদব চক্রবর্তীর স্মৃতি

জাকিরুল ইসলাম সাঈ : সিরাজগঞ্জ শহরের ধানবান্ধিতে গণিত সম্রাট যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিবহুল জমিদার বাড়িটি তার পুরাতন ঐতিহ্য হারিয়ে বিপন্ন হওয়ার পথে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণিত বিশারদ গণিত সম্রাট বলে খ্যাত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রকান্ড জমিদার বাড়িতে বর্তমান একটি এনজিও সংস্থার সাহায্যপুষ্ট ১টি শিশু হাসপাতাল ও ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ধানবান্ধিতে যাদব বাবুর বাড়ির বেশিরভাগ অংশ বেদখল হয়ে গেছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানার তেতুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন। শৈশবে যাদব বাবু পিতৃহীন হন। সংসার হয়ে পড়ে অচল।

প্রখ্যাত গণিত বিশারদ যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িটির এক অংশে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী এম, এ মতিন তার স্ত্রীর নামে ডাঃ তসমিনা ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছে অমর ব্যক্তিত্ব যাদব বাবুর নাম

ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। বাবা কৃষ্ণদেব চক্রবর্তীর সংসারে অভাব অনটন ছিলো নিত্যদিনের সঙ্গী। তার বিদুষী মা দুর্গারাণী চক্রবর্তী নাবালক ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিপাকে পড়েন। ভবিষ্যৎ আশায় যাদবকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন। অভাব থাকলেও লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অংকে বিশেষ কৃতিত্ব রাখতে শুরু করেন এবং সব সময় পুরো নম্বর পেতেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি সিরাজগঞ্জের বিএল স্কুলে ভর্তি হন। তিনি সেখানে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে আত্মীয়ের আশ্রয়ে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন। কৃতিত্বের সঙ্গে এ স্কুলে থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজ থেকে এফএ এবং বিএ পাস করে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংক শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএ পাস করেন। এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা শুরু করেন। তার রচিত পাটিগণিত ছিলো নির্ভুল। তার পাটিগণিত ইংরেজী ও ফরাসি ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর সিরাজগঞ্জ ফিরে ধানবান্ধিতে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পরে স্বপরিবারে ভারতে চলে যান।

বাড়ির সামনে শোভাবর্ধনকারী প্রকান্ড পুকুর অজ্ঞাত কারণে ভরাট করে ফেলা হয়েছে। কিংবদন্তী রয়েছে যে,

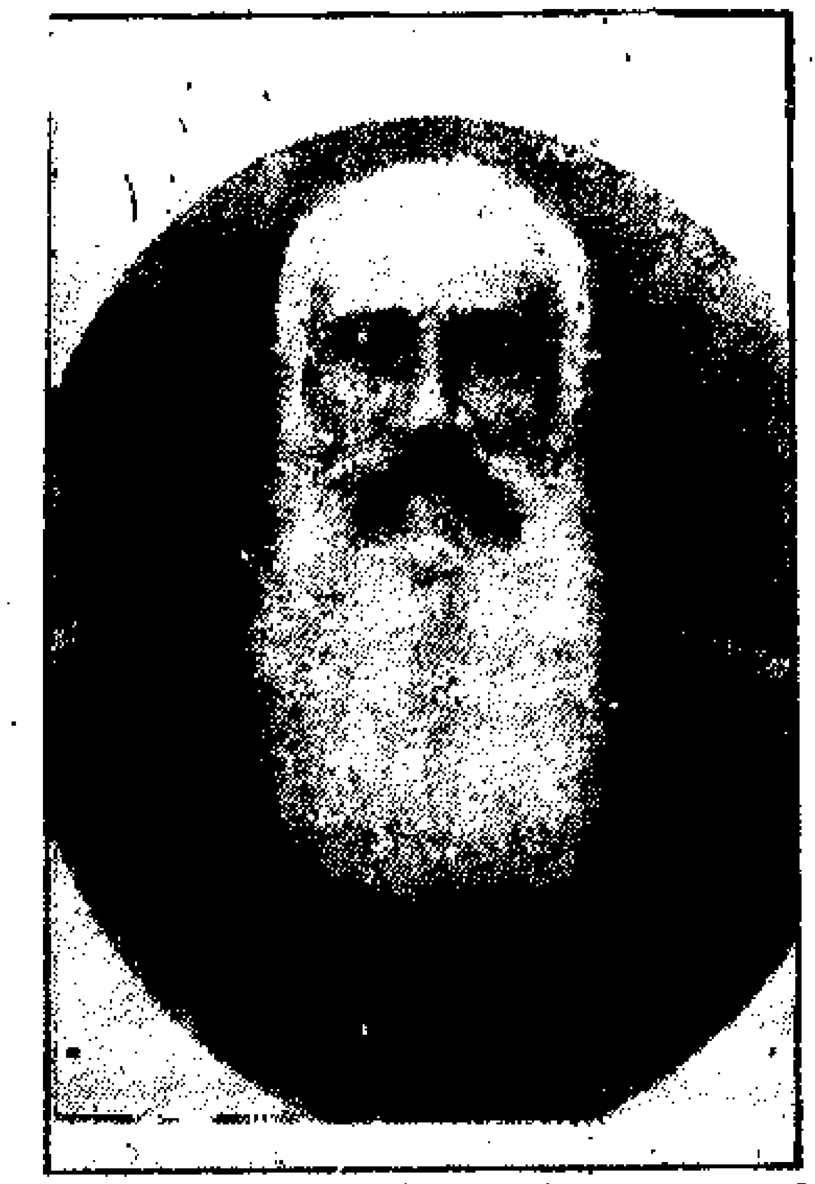

গণিত সম্রাট যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী

তৎকালীন সময়ে দূর-দুরান্ত থেকে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসতো উক্ত পুকুরে স্নান করাতে। তাদের ধারণা যাদব বাবুর পুকুরে স্নান করলে যাদবের মতন স্মৃতি প্রখর ও অংকশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করা সম্ভব।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্মানের এ্যাংগেল ক্রীশ্চিয়ান শহরের স্কুল ছাত্রদের টিফিনের পয়সা থেকে বাঁচানো অর্থ দিয়ে যাদব চন্দ্র নিবাসে একটি শিশু হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। এখানে পরবর্তীতে স্বৈরাচার সরকারের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী এম, এ মতিন শিশু হাসপাতালের (যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ির) একটি অংশে তার স্ত্রীর নামে ডাঃ তাসমিনা ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ সিরাজগঞ্জবাসীর প্রাণের আশা বা দাবি ছিলো যাদবের প্রকান্ড সম্পত্তির ওপর তার নামে অন্তত হাসপাতাল বা ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি করা হবে। কিন্তু সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। যাদব চক্রবর্তীর স্মৃতি প্রায় নিশ্চিহ্ন। হয়তো আগামী প্রজন্ম এ মনীষীর জন্মস্থান সিরাজগঞ্জে সে কথা জানতে পারবে না। স্মৃতি থেকে মুছে যাবে অমর ব্যক্তিত্ব যাদব বাবুর নাম। সিরাজগঞ্জবাসী এ ব্যাপারে শংকিত।

যাদব বাবুর ভিটে ও সম্পত্তি সরকারিভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক এবং শিশু হাসপাতালটি গণিত বিশারদ গণিত সম্রাট যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর নামে নামকরণ করা হোক।

এই সৌন্দর্যমন্ডিত পুরাতন ভবনটিই গণিত সম্রাট যাদব চক্রবর্তীর আবাসগৃহ ছিলো। এ ভবনেই তিনি অতিবাহিত করেছেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। কিন্তু এখন এই ভবনে সেই মহাপ্রাণ মনীষীর কোনো স্মৃতি নেই—